গৌরকৃপায় রঘুনাথের দামোদরানুগত্য ও গান্ধর্ব্বা-গিরিধারি-সেবা-লাভ ঃ—

স্তবাবলীতে চৈতন্যস্তবকল্পবৃক্ষ-স্তবে (১১)—

মহাসম্পদ্দারাদপি পতিতমুদ্ধৃত্য কৃপয়া
স্বরূপে যঃ স্বীয়ে কুজনমপি মাং ন্যস্য মুদিতঃ।
উরো গুঞ্জাহারং প্রিয়মপি চ গোবর্দ্ধনশিলাং
দদৌ মে গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি ॥ ৩২৭ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৩২৭। আমি মহাকুজন হইলেও কৃপাপূর্ব্বক যিনি আমাকে পতিত দেখিয়া সম্পৎ ও দারা (পাঠান্তরে, বিষয়রূপ দাবাগ্নি) হইতে উদ্ধার করত শ্রীস্বরূপে অর্পণ করিয়া আনন্দলাভ করিয়াছিলেন, যিনি আমাকে স্বীয় বক্ষের গুঞ্জা-মালা ও গোবর্দ্ধন-

অনুভাষ্য

৩২৭। যঃ (মহাপ্রভুঃ) কৃপয়া কুজনম্ অপি মাং [স্বানুকম্পয়া] মহাসম্পদ্দারাৎ (মহাসম্পদশ্চ দারাশ্চ তেষাং সমাহারঃ হিরণ্যযোষিৎসংসর্গাৎ; মহাসম্পদ্দাবাৎ ইতি পাঠে মহাসম্পদেব দাবঃ তস্মাৎ সকাশাৎ) উদ্ধৃত্য স্বীয়ে (নিজজনে) স্বরূপে

প্রভু-রঘুনাথ-মিলন-শ্রবণে চৈতন্যচরণ লাভ ঃ—

এই ত' কহিলুঁ রঘুনাথের মিলন।
ইহা যেই শুনে, পায় চৈতন্যচরণ ॥ ৩২৮ ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ৩২৯ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে শ্রীরঘুনাথদাস-মিলনং নাম ষষ্ঠঃ পরিচ্ছেদঃ।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

শিলা দান করিয়াছিলেন, সেই গৌরাঙ্গ আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাকে মত্ত করুন।

ইতি অমৃতপ্রবাহভাষ্যে ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

অনুভাষ্য

(শ্রীদামোদরস্বরূপে) ন্যস্য (সমর্প্য) মুদিতঃ (হৃষ্টঃ সন্) প্রিয়ম্ অপি উরোগুঞ্জাহারং (বক্ষসঃ গুঞ্জামালাং) গোবর্দ্ধনশিলাং চ (গিরিধরবিগ্রহং) মে (মহ্যং) দদৌ, সঃ (গৌরাঙ্গঃ গৌরহরিঃ) মে (মম) হৃদয়ে উদয়ন্ (প্রকটয়ন্) মাং মদয়তি (হর্ষয়তি)।

ইতি অনুভাষ্যে ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।
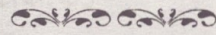
সপ্তম পরিচ্ছেদ

কথাসার—এই পরিচ্ছেদে বল্লভভট্টের আগমন এবং তাঁহার প্রতি অনেক প্রকার পরিহাস, তাঁহার সিদ্ধান্তসকলের সংশোধন, তৎকৃত নিমন্ত্রণ-গ্রহণ এবং ভট্টের শ্রীগদাধর পণ্ডিতের বিশেষ আনুগত্য দেখিয়া পণ্ডিতের প্রতি মহাপ্রভুর ছল ঔদাস্য,—এই সমস্ত বর্ণিত হইয়াছে। ভট্ট নিতান্ত অনুগত হইয়া পড়িলে তখন তাঁহার নিমন্ত্রণ স্বীকার করিয়া শ্রীগদাধর পণ্ডিতের নিকট মন্ত্রার্থাদি শিক্ষা করিবার জন্য আজ্ঞা দিলেন এবং পণ্ডিতের প্রতি স্নেহ-প্রকাশ করিলেন। (অঃ প্রঃ ভাঃ)

স্পর্শমণি গৌরভক্তগণকে বন্দনা ঃ—

চৈতন্যচরণাম্ভোজমকরন্দলিহো ভজে।
যেষাং প্রসাদমাত্রেণ পামরোঽপ্যমরো ভবেৎ ॥ ১ ॥
জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥

রথযাত্রার পূর্ব্বে গৌড়ীয়-ভক্তগণের আগমন ঃ—

বর্ষান্তরে যত গৌড়ের ভক্তগণ আইলা।
পূর্ব্ববৎ মহাপ্রভু সবারে মিলিলা ॥ ৩ ॥

বল্লভভট্টের আগমন ঃ—

এইমত বিলাস প্রভুর ভক্তগণ লঞা।
হেনকালে বল্লভ-ভট্ট মিলিল আসিয়া ॥ ৪ ॥

ভট্টের প্রভুপদ-বন্দন, তাঁহাকে বৈষ্ণব-বুদ্ধিতে প্রভুর আলিঙ্গন ঃ—

আসিয়া বন্দিল ভট্ট প্রভুর চরণে।
প্রভু 'ভাগবতবুদ্ধ্যে' কৈলা আলিঙ্গনে ॥ ৫ ॥

ভট্টের সবিনয়োক্তি—জগন্নাথকর্ত্তৃক প্রভু-দর্শনাকাঙ্ক্ষা-পূরণ ঃ—

মান্য করি' প্রভু তারে নিকটে বসাইলা।
বিনয় করিয়া ভট্ট কহিতে লাগিলা ॥ ৬ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১। যাহাদিগের প্রসাদমাত্রে পামর ব্যক্তিও অমর হয়, সেই চৈতন্যচরণপদ্মের মধুলোভী ভক্তদিগকে ভজনা করি।

অনুভাষ্য

১। যেষাং (গৌরপদাশ্রিত-ভক্তানাং) প্রসাদমাত্রেণ (কৃপালবেন) পামরঃ (ভক্তিরহিতঃ পাষণ্ডঃ) অপি অমরঃ (অপ্রাকৃত-

"বহুদিন মনোরথ তোমা দেখিবারে।
জগন্নাথ পূর্ণ কৈলা, দেখিঁলু তোমারে ॥ ৭ ॥

বল্লভের প্রভুকে ভগবত্তুল্য-বুদ্ধি ও গৌরব-স্তুতি,
কিন্তু শরণাগতির অভাব ঃ—

তোমার দর্শন যে পায়, সেই ভাগ্যবান্।
তোমাকে দেখিয়ে,—যেন সাক্ষাৎ ভগবান্ ॥ ৮ ॥

প্রভুর দর্শন দূরে থাকুক, স্মরণেই পবিত্রতা ঃ—

তোমারে যে স্মরণ করে, সে হয় পবিত্র।
দর্শনে পবিত্র হবে,—ইথে কি বিচিত্র?? ৯ ॥

শুদ্ধভক্তের সাক্ষাৎসেবন দূরে থাকুক, অসাক্ষাতে
স্মরণ-প্রভাবেই শুদ্ধি ঃ—
শ্রীমদ্ভাগবতে (১।১৯।৩৩)—

যেষাং সংস্মরণাৎ পুংসাং সদ্যঃ শুদ্ধ্যন্তি বৈ গৃহাঃ।
কিং পনুর্দর্শনস্পর্শপাদশৌচাসনাদিভিঃ ॥ ১০ ॥

কৃষ্ণের স্বরূপশক্তিই নামকীর্ত্তনকারী আচার্য্যের প্রাকট্যসাধিনী ঃ—

কলিকালের ধর্ম্ম—কৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্ত্তন।
কৃষ্ণ-শক্তি বিনা নহে তার প্রবর্ত্তন ॥ ১১ ॥

কৃষ্ণনাম প্রবর্ত্তনহেতু প্রভুকে স্বরূপশক্তিমান-জ্ঞান ঃ—

তাহা প্রবর্ত্তাইলা তুমি,—এই ত' 'প্রমাণ'।
কৃষ্ণশক্তি ধর তুমি,—ইথে নাহি আন ॥ ১২ ॥

সেবোন্মুখের কৃষ্ণনামদাতা গৌরদর্শনে কৃষ্ণপ্রেমোদয় ঃ—

জগতে করিলা তুমি কৃষ্ণনাম প্রকাশে।
যেই তোমা দেখে, সেই কৃষ্ণপ্রেমে ভাসে ॥ ১৩ ॥

স্বরূপশক্তি-প্রভাবে কৃষ্ণেরই কৃষ্ণপ্রেম-প্রকটন-সামর্থ্য ঃ—

প্রেম-পরকাশ নহে কৃষ্ণশক্তি বিনে।
'কৃষ্ণ'—এক প্রেমদাতা, শাস্ত্র-প্রমাণে ॥ ১৪ ॥

লঘুভাগবতামৃতে (১।৫।৩৭) বিল্বমঙ্গল-বাক্য—

সন্তবতারা বহবঃ পঙ্কজনাভস্য সর্ব্বতোভদ্রাঃ।
কৃষ্ণাদন্যঃ কো বা লতাস্বপি প্রেমদো ভবতি ॥" ১৫ ॥

ভগবানের দৈন্য ও ছলনা-চেষ্টা ঃ—

মহাপ্রভু কহে,—"শুন, ভট্ট মহামতি।
মায়াবাদী সন্ন্যাসী আমি, না জানি কৃষ্ণভক্তি ॥ ১৬ ॥

ভগবানের ভক্তগুণ-বর্ণন ;—(১) মহাবিষ্ণু
অদ্বৈতাচার্য্যের গুণাবলী ঃ—

অদ্বৈতাচার্য্য-গোসাঞি—'সাক্ষাৎ ঈশ্বর'।
তাঁর সঙ্গে আমার মন হইল নির্ম্মল ॥ ১৭ ॥

'অদ্বিতীয় ভক্তিশাস্ত্রাচার্য্য'-নামের সার্থকতা ঃ—

সর্ব্বশাস্ত্রে কৃষ্ণভক্ত্যে নাহি যাঁর সম।
অতএব 'অদ্বৈত-আচার্য্য' তাঁর নাম ॥ ১৮ ॥

স্বয়ং মহাবিষ্ণু হইয়া আচার্য্য—পরম কৃপালু ও পরম-বৈষ্ণব ঃ—

যাঁহার কৃপাতে ম্লেচ্ছের হয় কৃষ্ণভক্তি।
কে কহিতে পারে তাঁর বৈষ্ণবতা-শক্তি?? ১৯ ॥

(২) নিত্যানন্দ-গুণাবলী ; কৃষ্ণের স্বরূপ-প্রকাশ হইয়াও
কৃষ্ণপ্রেমসিন্ধু সেবক-বিগ্রহ ঃ—

নিত্যানন্দ-অবধূত—'সাক্ষাৎ ঈশ্বর'।
ভাবোন্মাদে মত্ত কৃষ্ণপ্রেমের সাগর ॥ ২০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১০। যাঁহাদিগের স্মরণমাত্রে মনুষ্যের গৃহ-সকল পবিত্র হয়, তাঁহাদিগের দর্শন, স্পর্শন, পাদধৌতি ও আসনাদি প্রদানদ্বারা কত লাভ হয়, বলা যায় না।

অনুভাষ্য

দেহবান্) ভবেৎ, [তান্] চৈতন্যচরণাম্ভোজমকরন্দলিহঃ (চৈতন্যস্য ভগবতঃ গৌরস্য চরণৌ এব অম্ভোজে তয়োঃ মকরন্দান্ লিহন্তি যে তান্ গৌরভক্তান্) [অহং] ভজে।

৪। বল্লভভট্ট—মধ্য, ১৯শ পঃ ৬১ সংখ্যার অনুভাষ্য দ্রষ্টব্য।

১০। প্রায়োপবেশনরত রাজা পরীক্ষিৎ সমবেত ব্রহ্মজ্ঞ ঋষিগণের নিকট মুমূর্ষু ব্যক্তির একমাত্র কর্ত্তব্য-বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলে, ব্রহ্মজ্ঞকুলতিলক শ্রীশুকদেবের তথায় আগমনে পরীক্ষিৎ সদৈন্যে সকলকেই অভিনন্দনপূর্ব্বক বলিতেছেন,—

যেষাং (সজ্জনানাং) সংস্মরণাৎ (সম্যগ্ মনোবিষয়ীকরণাৎ এব) পুংসাং (মানবানাং) গৃহাঃ (প্রাকৃতভোগায়তনাঃ অপি) সদ্যঃ

অনুভাষ্য

(তৎক্ষণাৎ) শুদ্ধন্তি বৈ (পবিত্রা ভবন্তি এব), [তেষাং] দর্শন-স্পর্শনপাদশৌচাসনাদিভিঃ কিং পুনঃ?

১১। শ্রীমধ্বধৃত শ্রীনারায়ণ-সংহিতা-বচন,—"দ্বাপরীয়ৈর্জনৈর্বিষ্ণুঃ পঞ্চরাত্রৈস্তু কেবলৈঃ। কলৌ তু নামমাত্রেণ পূজ্যতে ভগবান্ হরিঃ।।"* কৃষ্ণের সাক্ষাৎ ইচ্ছা বা কৃপাশক্তি ব্যতীত কোন মানবই প্রাকৃত-মনোধর্ম্মবলে জগদ্গুরু আচার্য্যরূপে অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠ অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণাভিন্ন শুদ্ধকৃষ্ণনাম কীর্ত্তন-পূর্ব্বক জগতে কৃষ্ণপ্রাকট্য সংস্থাপন করিয়া বদ্ধজীবের চিত্তদর্পণ-মার্জ্জন, ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণ ও শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণে সমর্থ নহে। কৃষ্ণাভিন্ন প্রকাশ-বিগ্রহ শুদ্ধনামৈককীর্ত্তননিষ্ঠ আচার্য্য —সাক্ষাৎ কৃষ্ণশক্তির অবতার কৃষ্ণালিঙ্গিতবিগ্রহ ; তিনি—চারি বর্ণাশ্রমীর গুরুদেব মহাভাগবত পরমহংসঠাকুর।

১৫। আদি ৩য় পঃ ২৭ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

** দ্বাপর-যুগীয় মানবগণের দ্বারা শ্রীবিষ্ণু কেবল পঞ্চরাত্রদ্বারা পূজিত হন, কিন্তু কলিযুগে ভগবান্ শ্রীহরি শ্রীনাম-দ্বারাই মাত্র পূজিত হইয়া থাকেন।*

(৩) বাসুদেব-সার্ব্বভৌমের গুণাবলী ঃ—

ষড়্‌দর্শন-বেত্তা ভট্টাচার্য্য-সার্ব্বভৌম ।
ষড়্‌দর্শনে জগদ্‌গুরু ভাগবতোত্তম ॥ ২১ ॥
তেঁহ দেখাইলা মোরে ভক্তিযোগ-পার ।
তাঁর প্রসাদে জানিলুঁ 'কৃষ্ণভক্তিযোগ' সার ॥ ২২ ॥

(৪) শ্রীরাম-রায়ের গুণাবলী ; রসিকেন্দ্রমুকুটমৌলি ও (ক) 'সম্বন্ধ'তত্ত্ব-বেত্তা ঃ—

রামানন্দ-রায়—কৃষ্ণ-রসের 'নিধান' ।
তেঁহ জানাইলা, কৃষ্ণ—স্বয়ং ভগবান্ ॥ ২৩ ॥

(খ) 'প্রয়োজন'-তত্ত্ববেত্তা, (গ) 'অভিধেয়'-তত্ত্ববেত্তা ঃ—

তাতে প্রেমভক্তি—'পুরুষার্থ-শিরোমণি' ।
রাগমার্গে কৃষ্ণভক্তি—'সর্ব্বাধিক' জানি ॥ ২৪ ॥

(ঘ) 'রস'-তত্ত্ববেত্তা ; কৃষ্ণপ্রেমাধিক্য-হেতু মধুর-রসের সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা ঃ—

দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, আর যে শৃঙ্গার ।
দাস, সখা, গুরু, কান্তা,—'আশ্রয়' যাহার ॥ ২৫ ॥

মধুর-রসে দ্বিবিধাবৃত্তি,—(ক) পুরে 'ঐশ্বর্য্যমিশ্রা', (খ) ব্রজে 'কেবলা'; যশোদানন্দন ব্রজের পারকীয়া কেবলাবৃত্তিতেই লভ্য, স্বকীয়া 'ঐশ্বর্য্যমিশ্রায়' নহে ঃ—

'ঐশ্বর্য্যজ্ঞানযুক্ত', 'কেবল'-ভাব আর ।
ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানে না পাই ব্রজেন্দ্রকুমার ॥ ২৬ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৯।২১)—

নায়ং সুখাপো ভগবান্ দেহিনাং গোপিকাসুতঃ ।
জ্ঞানিনাঞ্চাত্মভূতানাং যথা ভক্তিমতামিহ ॥ ২৭ ॥

শ্লোকের শব্দার্থ ; রাসক্রীড়ায় লক্ষ্মীর অনধিকার ঃ—

'আত্মভূত'-শব্দে কহে 'পারিষদগণ' ।
ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে লক্ষ্মী না পাইলা ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥ ২৮ ॥

শাস্ত্র-প্রমাণ ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৪৭।৬০)—

নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ
স্বর্যোষিতাং নলিনগন্ধরুচাং কুতোঽন্যাঃ ।
রাসোৎসবেঽস্য ভুজদণ্ডগৃহীতকণ্ঠ-
লব্ধাশিষাং য উদগাদ্‌ব্রজসুন্দরীণাম্ ॥ ২৯ ॥

ব্রজবাসিগণের সখ্য ও বাৎসল্যরসে কেবলা বা শুদ্ধা রাগাত্মিকা ভক্তি ঃ—

শুদ্ধভাবে সখা করে স্কন্ধ-আরোহণ ।
শুদ্ধভাবে ব্রজেশ্বরী করেন বন্ধন ॥ ৩০ ॥
'মোর সখা', 'মোর পুত্র',—এই 'শুদ্ধ' মন ।
অতএব শুক-ব্যাস করে প্রশংসন ॥ ৩১ ॥

শাস্ত্র-প্রমাণ ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।১২।১১)—

ইত্থং সতাং ব্রহ্মসুখানুভূত্যা দাস্যং গতানাং পরদৈবতেন ।
মায়াশ্রিতানাং নরদারকেণ সার্দ্ধং বিজহ্রুঃ কৃতপুণ্যপুঞ্জাঃ ॥৩২॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৮।৪৫-৪৬)—

ত্রয্যা চোপনিষদ্ভিশ্চ সাঙ্খ্যযোগৈশ্চ সাত্বতৈঃ ।
উপগীয়মানমাহাত্ম্যং হরিং সাঽমন্যতাত্মজম্ ॥ ৩৩ ॥
নন্দঃ কিমকরোদ্‌ব্রহ্মন্ শ্রেয় এবং মহোদয়ম্ ।
যশোদা বা মহাভাগা পপৌ যস্যাঃ স্তনং হরিঃ ॥ ৩৪ ॥

ব্রজের 'কেবল'-ভাবে ঐশ্বর্য্যজ্ঞানাভাব, অতএব 'কেবল'-ভাবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব ঃ—

ঐশ্বর্য্য দেখিলেহ 'শুদ্ধের' নহে ঐশ্বর্য্য জ্ঞান ।
অতএব ঐশ্বর্য্য হইতে 'কেবল'-ভাব প্রধান ॥ ৩৫ ॥

রায়কে স্বীয় শিক্ষাগুরুরূপে প্রভুর প্রচার ঃ—

এ-সব শিখাইলা মোর রায়-রামানন্দ ।
সে-সব শুনিতে হয় পরম আনন্দ ॥ ৩৬ ॥

অনুভাষ্য

২৪। 'পুরুষার্থ' বলিলে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ,—এই চতুষ্টয়কে বুঝায় ; এই চারি পুরুষার্থ অপেক্ষা প্রেমভক্তি—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরমপুরুষার্থ বা পুরুষার্থ-শিরোমণি। বিধিমার্গে কৃষ্ণ-পূজা অপেক্ষা রাগানুগমার্গের ভক্তি বা সেবা—শ্রেষ্ঠ।

২৬। 'ঐশ্বর্য্যজ্ঞানযুক্ত' ও 'কেবল' বা 'শুদ্ধ'-ভেদে ভাব—দুইপ্রকার। ঐশ্বর্য্যজ্ঞানযুক্তভাবে ব্রজেন্দ্রনন্দনের পরম মহিমা জানিতে পারা যায় না। মধ্য, ১৯শ পঃ ১৯২ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

২৭। মধ্য, ৮ম পঃ ২২৭ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

২৮। লক্ষ্মী ঐশ্বর্য্যজ্ঞানময়ী হইয়াও ব্রজেন্দ্রকুমারের সেবা পাইলেন না। লক্ষ্মীদেবী এবং আত্মভূত পার্ষদগণ কৃষ্ণের সহিত অভিন্ন-শক্তি হইলেও ঐশ্বর্য্যভাবময়ত্বপ্রযুক্ত লক্ষ্মীদেবীর ব্রজেন্দ্র-নন্দনের মধুর সেবাধিকার-লাভ ঘটে নাই।

২৯। মধ্য, ৮ম পঃ ৮০ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৩০। শুদ্ধভাবে—ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে মুগ্ধ বা বাধ্য না হইয়া নির্ম্মলা বা কেবলা রতির বশবর্ত্তিতা-ক্রমে।

৩২। মধ্য, ৮ম পঃ ৭৫ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৩৩। মধ্য, ১৯শ পঃ ২০৩ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৩৪। মধ্য, ৮ম পঃ ৭৭ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৩৬। এই স্থানে পাঠবিশেষে, "অনর্গল রসবেত্তা প্রেমসুখানন্দ" দৃষ্ট হয়।

রামানন্দের গুণ ঃ—

কহন না যায় রামানন্দের প্রভাব ।
রায়-প্রসাদে জানিলুঁ ব্রজের 'শুদ্ধ' ভাব ॥ ৩৭ ॥

(৫) দামোদর-স্বরূপের গুণাবলী ; প্রেমরসবিগ্রহ ও গোপীতত্ত্ব-মাহাত্ম্যবেত্তা বা ব্রজমাধুর্য্যরসতত্ত্বাচার্য্য ঃ—

দামোদর-স্বরূপ—'প্রেমরস' মূর্ত্তিমান্ ।
যাঁর সঙ্গে হৈল ব্রজ-মধুর-রস-জ্ঞান ॥ ৩৮ ॥

কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তোষিণী গোপীর মাহাত্ম্য ঃ—

'শুদ্ধপ্রেম' ব্রজদেবীর—কামগন্ধহীন ।
'কৃষ্ণসুখতাৎপর্য্য',—এই তার চিহ্ন ॥ ৩৯ ॥

শাস্ত্র-প্রমাণ ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৩১।১৯)—

যত্তে সুজাতচরণাম্বুরুহং স্তনেষু
ভীতাঃ শনৈঃ প্রিয় দধীমহি কর্কশেষু ।
তেনাটবীমটসি তদ্ব্যথতে ন কিং স্বিৎ
কূর্পাদিভির্ভ্রমতি ধীর্ভবদায়ুষাং নঃ ॥ ৪০ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৩১।১৬)—

পতিসুতান্বয়ভ্রাতৃবান্ধবানতিবিলঙ্ঘ্য তেঽন্ত্যচ্যুতাগতাঃ ।
গতিবিদস্তবোদ্গীতমোহিতাঃ কিতব যোষিতঃ কস্ত্যজেন্নিশি ॥৪১

গোপীপ্রেমের নিকট কৃষ্ণের ঋণ ঃ—

'সর্ব্বোত্তম ভজন এই সর্ব্বভক্তি জিনি' ।
অতএব কৃষ্ণ কহে,—'আমি তোমার ঋণী' ॥ ৪২ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৩২।২২)—

ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজাং
স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ ।
যা মাঽভজন্ দুর্জ্জয়গেহশৃঙ্খলাঃ
সংবৃশ্চ্য তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা ॥ ৪৩ ॥

ব্রজের শুদ্ধ কেবলভাবের শ্রেষ্ঠতা, তদ্বিষয়ে উদ্ধবের প্রার্থনাই প্রমাণ ঃ—

ঐশ্বর্য্যজ্ঞান হৈতে কেবল-ভাব—প্রধান ।
পৃথিবীতে ভক্ত নাহি উদ্ধব-সমান ॥ ৪৪ ॥
তেঁহ যাঁর পদধূলি করেন প্রার্থন ।
স্বরূপের সঙ্গে পাইলুঁ এ সব শিক্ষণ ॥ ৪৫ ॥

(৬) মহাভাগবত আচার্য্য ঠাকুর হরিদাসের গুণাবলী ঃ—

হরিদাস ঠাকুর—মহাভাগবত-প্রধান ।
প্রতিদিন লয় তেঁহ তিনলক্ষ নাম ॥ ৪৬ ॥
নামের মহিমা আমি তাঁর ঠাঞি শিখিলুঁ ।
তাঁর প্রসাদে নামের মহিমা জানিলুঁ ॥ ৪৭ ॥

অন্যান্য নাম-প্রেম-প্রচারক গৌরভক্তগণ ঃ—

আচার্য্যরত্ন, আচার্য্যনিধি, পণ্ডিত-গদাধর ।
জগদানন্দ, দামোদর, শঙ্কর, বক্রেশ্বর ॥ ৪৮ ॥
কাশীশ্বর, মুকুন্দ, বাসুদেব, মুরারি ।
আর যত ভক্তগণ গৌড়ে অবতরি' ॥ ৪৯ ॥

শুদ্ধভক্তির আচার ও প্রচারকারী সাধুর সঙ্গেই জীবের কৃষ্ণভক্তি-লাভ ঃ—

কৃষ্ণ-নাম-প্রেম কৈলা জগতে প্রচার ।
ইঁহা সবার সঙ্গে কৃষ্ণভক্তি যে আমার ॥" ৫০ ॥

বল্লভের গর্ব্ব-হরণার্থ ঃ ভুর তদপেক্ষা অধিকগুণসম্পন্ন ভক্তগণের গুণ-বর্ণন ঃ—

ভট্টের হৃদয়ে দৃঢ় অভিমান জানি' ।
ভঙ্গী করি' মহাপ্রভু কহে এত বাণী ॥ ৫১ ॥

অনুভাষ্য

৪০। আদি, ৪র্থ পঃ ১৭৩ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৪১। মধ্য, ১৯শ পঃ ২০৯ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ; পাঠান্তরে,—"গোপীগণের শুদ্ধপ্রেম—ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীন। প্রেমেতে ভর্ৎসনা করে এই তার চিহ্ন।।"

৪৩। আদি ৪র্থ পঃ ১৮০ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৪৫। এইস্থলে পাঠান্তরে—(ভাঃ ১০।৪৭।৬১)—"আসামহো চরণরেণুজুষামহং স্যাং বৃন্দাবনে কিমপি গুল্মলতৌষধীনাম্। যা দুস্ত্যজং স্বজনমার্য্যপথঞ্চ হিত্বা ভেজুর্মুকুন্দপদবীং শ্রুতিভির্বিমৃগ্যাম্।।" শ্লোক উদ্ধৃত দেখা যায়।

কৃষ্ণপ্রেরিত উদ্ধব ব্রজে আগমন করিয়া কয়েকমাস তথায় অবস্থানপূর্ব্বক কৃষ্ণকথার কীর্ত্তনদ্বারা ব্রজবাসিগণের হর্ষ উৎপাদন করিলেও কৃষ্ণবিরহতপ্তা গোপীগণের কৃষ্ণাধিকৃত-চিত্তের বৈক্লব্য দর্শন করিয়া তাঁহাদের ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীন গাঢ়তম কৃষ্ণপ্রেমাকে আদর্শজ্ঞানে বহুমাননপূর্ব্বক এই শ্লোকে তাঁহাদের চিরদাস্য প্রার্থনা করিতেছেন,—

যাঃ (গোপ্যঃ) [কৃষ্ণভজনায়] স্বজনং (পতিপুত্রাদীন্ আত্মীয়ান্) দুস্ত্যজং (দুষ্পরিহরম্) আর্য্যপথম্ (আর্য্যাণাং মার্গং ধর্ম্মং পাতিব্রত্যমিতি যাবৎ) চ হিত্বা (পরিত্যজ্য) শ্রুতিভিঃ (বেদৈঃ) বিমৃগ্যাম্ (অন্বেষ্টব্যাম্ উপাস্যাং) মুকুন্দপদবীং (কৃষ্ণসরণীং) ভেজুঃ (অন্বগচ্ছন্), অহো (ভাগ্যবর্ণনে) বৃন্দাবনে (অস্মিন্ ব্রজে) আসাং (তাসাং) চরণরেণুজুষাং (পদরেণুভাজাং) গুল্মলতৌষধীনাং (গুল্মাদীনাং মধ্যে যৎ) কিমপি অহং স্যাং (ভবেয়মিত্যাশংসা)।

যাহারা দুস্ত্যজ পতিপুত্রাদি নিজজন ও আর্য্যপথ পরিত্যাগ করিয়া বেদসমূহের অন্বেষণীয় মুকুন্দপাদপদ্ম ভজন করিয়াছেন, এই বৃন্দাবনস্থিত যে-সকল গুল্ম, লতা ও ওষধি সেই গোপীগণের

অধোক্ষজ-বিষয়ে অক্ষজজ্ঞানী বল্লভের প্রাকৃত অহঙ্কার-চেষ্টা, ভাগবতানুগত্য-ত্যাগপূর্ব্বক বল্লভের ভাগবতটীকা-রচনা ঃ—

"আমি সে বৈষ্ণব',—ভক্তিসিদ্ধান্ত সব জানি ।
আমি সে ভাগবত-অর্থ উত্তম বাখানি ॥" ৫২ ॥

প্রভুর কৃপায় বল্লভের দর্প-চূর্ণ ঃ—

ভট্টের মনেতে এই ছিল দীর্ঘ গর্ব্ব ।
প্রভুর বচন শুনি' সে হইল খর্ব্ব ॥ ৫৩ ॥

প্রভুমুখশ্রুত গৌরভক্ত বৈষ্ণবগণকে দর্শনেচ্ছা ঃ—

প্রভুর মুখে বৈষ্ণবতা শুনিয়া সবার ।
ভট্টের ইচ্ছা হৈল সবারে দেখিবার ॥ ৫৪ ॥
ভট্ট কহে,—"এ সব বৈষ্ণব রহে কোন্ স্থানে?
কোন্ প্রকারে পাইমু ইঁহা-সবার দর্শনে??" ৫৫ ॥

প্রভুকর্ত্তৃক তাঁহাদের অবস্থান-বর্ণন ঃ—

প্রভু কহে,—"কেহ গৌড়ে, কেহ দেশান্তরে ।
সব আসিয়াছে রথযাত্রা দেখিবারে ॥ ৫৬ ॥

ভট্টকে ভক্তদর্শন-প্রতীক্ষার্থ আশ্বাস-দান ঃ—

ইঁহাই রহেন সবে, বাসা—নানা-স্থানে ।
ইঁহাই পাইবা তুমি সবার দর্শনে ॥" ৫৭ ॥

ভট্টকর্ত্তৃক প্রভুকে নিমন্ত্রণ ঃ—

তবে ভট্ট কহে বহু বিনয় বচন ।
বহু যত্ন করি' প্রভুরে কৈল নিমন্ত্রণ ॥ ৫৮ ॥

প্রভুসমীপে ভক্তগণের আগমন ও ভট্টসহ মিলন ঃ—

আর দিন সব বৈষ্ণব প্রভুস্থানে আইলা ।
সবা-সনে মহাপ্রভু ভট্টে মিলাইলা ॥ ৫৯ ॥

ভাস্বর ভাস্করাগ্রে নিষ্প্রভ খদ্যোতবৎ গৌরভক্ত-সমীপে বল্লভভট্ট ঃ—

'বৈষ্ণবের' তেজ দেখি' ভট্টের চমৎকার ।
তাঁ-সবার আগে ভট্ট—খদ্যোত-আকার ॥ ৬০ ॥

সগণ প্রভুকে ভট্টের ভিক্ষা-প্রদান ঃ—

তবে ভট্ট বহু মহাপ্রসাদ আনাইল ।
গণ-সহ মহাপ্রভুরে ভোজন করাইল ॥ ৬১ ॥

পরমানন্দপুরীর সঙ্গে ভক্ত-সন্ন্যাসিগণের এক পঙ্‌ক্তিতে উপবেশন ঃ—

পরমানন্দ পুরী-সঙ্গে সন্ন্যাসীর গণ ।
একদিকে বৈসে সব করিতে ভোজন ॥ ৬২ ॥

মহাপ্রভুর দুইপার্শ্বে দুইপ্রভু ঃ—

অদ্বৈত, নিত্যানন্দ-রায়—পার্শ্বে দুইজন ।
মধ্যে মহাপ্রভু বসিলা, আগে-পাছে ভক্তগণ ॥ ৬৩ ॥

গৌড়ীয় ভক্তগণের শ্রেণীবদ্ধভাবে উপবেশন ঃ—

গৌড়ের ভক্ত যত কহিতে না পারি ।
অঙ্গনে বসিলা সব হঞা সারি সারি ॥ ৬৪ ॥

গৌরভক্তগণকে দর্শনপূর্ব্বক ভট্টের প্রণাম ঃ—

প্রভুর ভক্তগণ দেখি' ভট্টের চমৎকার ।
প্রত্যক্ষে সবার পদে কৈল নমস্কার ॥ ৬৫ ॥

ছয়জনের পরিবেশন ঃ—

স্বরূপ, জগদানন্দ, কাশীশ্বর, শঙ্কর ।
পরিবেশন করে, আর রাঘব, দামোদর ॥ ৬৬ ॥

বল্লভভট্টের ভক্তসহ প্রভুকে প্রসাদদ্বারা সন্তর্পণ ঃ—

মহাপ্রসাদ বল্লভ-ভট্ট বহু আনাইল ।
প্রভু-সহ সন্ন্যাসিগণ ভোজনে বসিল ॥ ৬৭ ॥

সমবেত-কণ্ঠে হরিধ্বনি ঃ—

প্রসাদ পায় বৈষ্ণবগণ বলে, 'হরি' 'হরি' ।
হরিধ্বনি উঠিল সব ব্রহ্মাণ্ড ভরি' ॥ ৬৮ ॥

আচমনান্তে সকলকে অভিনন্দন ঃ—

মালা, চন্দন, গুবাক, পান অনেক আনিল ।
সবা' পূজা করি' ভট্ট আনন্দিত হৈল ॥ ৬৯ ॥

রথযাত্রাকালে সপ্তসম্প্রদায়ের কীর্ত্তন-বর্ণন ঃ—

রথযাত্রাদিনে প্রভু কীর্ত্তন আরম্ভিলা ।
পূর্ব্ববৎ সাতসম্প্রদায় পৃথক্ করিলা ॥ ৭০ ॥

সপ্তসম্প্রদায়ে সপ্তকীর্ত্তনকারী ঃ—

অদ্বৈত, নিত্যানন্দ, হরিদাস, বক্রেশ্বর ।
শ্রীবাস, রাঘব, পণ্ডিত-গদাধর ॥ ৭১ ॥

অলাতচক্রপ্রায় প্রভুর কীর্ত্তনমধ্যে ভ্রমণ ঃ—

সাতজন সাত ঠাঞি করেন নর্ত্তন ।
'হরিবোল' বলি' প্রভু করেন ভ্রমণ ॥ ৭২ ॥

চৌদ্দ মৃদঙ্গ ঃ—

চৌদ্দ মাদল বাজে উচ্চ সঙ্কীর্ত্তন ।
এক এক নর্ত্তকের প্রেমে ভাসিল ভুবন ॥ ৭৩ ॥

বল্লভের বিস্ময় ও আনন্দাতিশয্য ঃ—

দেখি' বল্লভ-ভট্টের হৈল চমৎকার ।
আনন্দে বিহ্বল, নাহি আপন-সাম্ভাল ॥ ৭৪ ॥

অনুভাষ্য

চরণরেণু-সেবায় নিযুক্ত আছে, অহো আমি (মহাসৌভাগ্যান্বিত হইয়া) যেন উহাদের কোন একটীও হইতে পারি।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৭৪। সাম্ভাল—সামলান।

অনুভাষ্য

৫৩। দীর্ঘ গর্ব্ব—সুপুষ্ট, অত্যুচ্চ অভিমান।

নর্ত্তন-কীর্ত্তনান্তে প্রভুর প্রেমবৈভব-দর্শনে বল্লভের বিস্ময় ঃ—

তবে মহাপ্রভু সবার নৃত্য রাখিল।
প্রভুর চরিত্রে ভট্টের চমৎকার হৈল ॥ ৭৫ ॥

প্রভুর সমীপে বল্লভের নিবেদন ঃ—

যাত্রান্তরে ভট্ট যায় মহাপ্রভু-স্থানে।
প্রভু-চরণে কিছু কৈল নিবেদনে ॥ ৭৬ ॥

স্বীয় পূর্ব্বলিখিত টীকা শ্রবণার্থ প্রভুকে প্রার্থনা ঃ—

"ভাগবতের টীকা কিছু করিয়াছি লিখন।
আপনে মহাপ্রভু যদি করেন শ্রবণ ॥" ৭৭ ॥

আপনাকে অনধিকারি-জ্ঞানে প্রভুর দৈন্য ও ছলনোক্তি ; কৃষ্ণকার্ষ্ণ-সুখ-তাৎপর্য্য ব্যতীত জড়বিদ্যা ও পাণ্ডিত্যে ভাগবতার্থ দুর্ব্বোধ্য ঃ—

প্রভু কহে,—"ভাগবতার্থ বুঝিতে না পারি।
ভাগবতার্থ শুনিতে আমি নহি অধিকারী ॥ ৭৮ ॥

অবিশ্রান্ত নিরন্তর শুদ্ধকৃষ্ণনামগ্রহণে নিষ্ঠা ও রুচিতেই ভাগবত-পাঠ-শ্রবণের সাফল্য, ইন্দ্রিতর্পণপর জড়বিদ্যা ও পাণ্ডিত্য-প্রদর্শনমূলক শ্রবণ-পঠনাদি বৃথা সময়ক্ষেপণমাত্র ঃ—

বসি' কৃষ্ণনাম মাত্র করিয়ে গ্রহণে।
সংখ্যা-নাম পূর্ণ মোর নহে রাত্রি-দিনে ॥" ৭৯ ॥

ভট্টের স্বকৃত-শ্রীকৃষ্ণনামব্যাখ্যা-শ্রবণার্থ প্রভুকে অনুরোধ ঃ—

ভট্ট কহে,—"কৃষ্ণনামের অর্থ-ব্যাখ্যানে।
বিস্তার করিয়াছি, তাহা করহ শ্রবণে ॥" ৮০ ॥

অভিন্ন-চিদ্বিলাসী বাচক কৃষ্ণনাম ও বাচ্য গোকুলপতি কৃষ্ণবিগ্রহ ঃ—

প্রভু কহে,—"কৃষ্ণনামের বহু অর্থ না মানি।
'শ্যামসুন্দর' 'যশোদানন্দন',—এইমাত্র জানি ॥ ৮১ ॥

কৃষ্ণনামের 'রূঢ়ি' অর্থ ঃ—
কৃষ্ণসন্দর্ভে ধৃত শ্রীলক্ষ্মীধর-কৃত নামকৌমুদী-শ্লোক—

তমালশ্যামলত্বিষি শ্রীযশোদাস্তনন্ধয়ে।
কৃষ্ণনাম্নো রূঢ়িরিতি সর্ব্বশাস্ত্র-বিনির্ণয়ঃ ॥ ৮২ ॥

'রূঢ়ি' অর্থই সিদ্ধ ও স্বীকার্য্য ; অপর অর্থ অস্বীকার্য্য ঃ—

এই অর্থ আমি মাত্র জানিয়ে নির্দ্ধার।
আর সর্ব্ব-অর্থে মোর নাহি অধিকার ॥" ৮৩ ॥

স্ব-সুখপর জড়বিদ্যা, বুদ্ধি বা মেধা-সাহায্যে কৃষ্ণনাম ও কৃষ্ণাভিন্ন ভাগবত-ব্যাখ্যাদিতে কৃষ্ণসুখাভাব বলিয়া প্রভুর ঘৃণা ঃ—

ফল্গুপ্রায় ভট্টের নামাদি সব ব্যাখ্যা।
সর্ব্বজ্ঞ প্রভু জানি' তারে করেন উপেক্ষা ॥ ৮৪ ॥

দুঃখিতচিত্তে ভট্টের প্রস্থান ও গর্ব্ব-খর্ব্বতাহেতু প্রভুর ঐশ্বর্য্যোপলব্ধি ঃ—

বিমনা হঞা ভট্ট গেলা নিজ ঘর।
প্রভু-বিষয়ে ভক্তি কিছু হইল অন্তর ॥ ৮৫ ॥

শ্রীগদাধরকে তোষামোদারম্ভ ঃ—

তবে ভট্ট গেলা পণ্ডিত-গোসাঞির ঠাঞি।
নানা মতে প্রীতি করি' করে আসি-যাই ॥ ৮৬ ॥

প্রভুর উপেক্ষাহেতু ভক্তগণের তৎকৃত ব্যাখ্যায় অনীহা ঃ—

প্রভুর উপেক্ষায় সব নীলাচলের জন।
ভট্টের ব্যাখ্যান কিছু না করে শ্রবণ ॥ ৮৭ ॥

ভট্টের লজ্জা ও গদাধরকে তোষামোদ ঃ—

লজ্জিত হৈল ভট্ট, হৈল অপমানে।
দুঃখিত হঞা গেল পণ্ডিতের স্থানে ॥ ৮৮ ॥
দৈন্য করি' কহে,—"নিলুঁ তোমার শরণ।
তুমি কৃপা করি' রাখ আমার জীবন ॥ ৮৯ ॥

গদাধরকে স্ব-কৃত কৃষ্ণনাম-ব্যাখ্যা-শ্রবণার্থ প্রার্থনা-জ্ঞাপন ঃ—

কৃষ্ণনাম ব্যাখ্যা যদি করহ শ্রবণ।
তবে মোর লজ্জা-পঙ্ক হয় প্রক্ষালন ॥" ৯০ ॥

গদাধরের উভয় সঙ্কট ঃ—

সঙ্কটে পড়িলা পণ্ডিত, করয়ে সংশয়।
কি করিবেন,—ইহা করিতে নারেন নিশ্চয় ॥ ৯১ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৭৬। যাত্রান্তরে—অন্যযাত্রায়, অন্যদিবসে।

৮২। তমাল-শ্যামলবর্ণ ও যশোদা-স্তনপায়ী—এই দুইটী কৃষ্ণনামে সর্ব্বশাস্ত্র-বিনির্ণীত রূঢ়ি অর্থাৎ মুখ্য অর্থ বর্ত্তমান।

৮৪। ফল্গুপ্রায়—তুচ্ছপ্রায়।

৮৫। প্রভুসম্বন্ধে তাঁহার যে ভক্তি ছিল, তাহা কিছু দূর হইল।

অনুভাষ্য

৮২। তমাল-শ্যামল-ত্বিষি (তমালবৃক্ষবৎ শ্যামলা ত্বিট্ কান্তিঃ যস্য তস্মিন্) শ্রীযশোদাস্তনন্ধয়ে (শ্রীযশোদায়াঃ স্তনন্ধয়ে স্তনপায়িনি শিশুস্বরূপে) কৃষ্ণনাম্নঃ (কৃষ্ণেতি নাম, তস্য) রূঢ়িঃ (মুখ্যা, প্রসিদ্ধা বৃত্তিঃ) ইতি সর্ব্বশাস্ত্রবিনির্ণয়ঃ (সর্ব্বেষাং শাস্ত্রাণাং বিশেষেণ নির্ণয়ঃ সকলশাস্ত্রসিদ্ধান্তঃ ইত্যর্থঃ)।

রূঢ়িঃ—প্রকৃতি-প্রত্যয়ের অর্থ অপেক্ষা না করিয়া সমুদায়ার্থ-বোধিকা শব্দশক্তি।

৮৪। পাঠান্তরে—'ফল্গু বল্গুপ্রায়' এবং 'ফল্গু বল্গনপ্রায়' ; 'ফল্গু—তুচ্ছ ; বল্গন বা বল্গু—বাগাড়ম্বর।

৮৫। শ্রীমহাপ্রভুর পাদপদ্মে তাহার গাঢ় ভক্তির হ্রাস হইল।

৮৬। পণ্ডিত-গোসাঞি—শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামী।

৮৯। নিলুঁ—পাঠান্তরে, 'লৈলুঁ'।

গদাধরের বল্লভকৃত ব্যাখ্যা-শ্রবণে প্রথমতঃ অসম্মতি, তথাপি ভট্টের নির্ব্বন্ধ ঃ—

যদ্যপি পণ্ডিত না কৈলা অঙ্গীকার ।
ভট্ট যাই, তবু পড়ে করি' বলাৎকার ॥ ৯২ ॥

মানদ ও উদ্বেগদানে অনিচ্ছুক গদাধরের উভয় সঙ্কটে কৃষ্ণকৃপা-যাচ্ঞা ঃ—

আভিজাত্যে পণ্ডিত করিতে নারে নিষেধন ।
"এ সঙ্কটে কৃষ্ণ রাখ, লইলাঙ শরণ ॥ ৯৩ ॥

অন্তরে অনিচ্ছুক হইয়াও ভট্টের মর্য্যাদানুরোধে প্রভুর উপেক্ষিত ব্যাখ্যা-শ্রবণ-হেতু অন্তর্যামিপ্রভুর বিচারে পণ্ডিতের বিশ্বাস, কিন্তু প্রভুর গণকে আশঙ্কা ঃ—

অন্তর্যামী প্রভু জানিবেন মোর মন ।
তাঁরে ভয় নাহি কিছু, 'বিষম' তাঁর গণ ॥" ৯৪ ॥

বল্লভকৃত ব্যাখ্যা-শ্রবণে অন্যায় না হইলেও পণ্ডিতসহ প্রভুর গণের প্রণয়-কলহ ঃ—

যদ্যপি বিচারে পণ্ডিতের নাহি দোষ ।
তথাপি প্রভুর গণ করে প্রণয়-রোষ ॥ ৯৫ ॥

আচার্য্যাদির সহিত বল্লভভট্টের কুতর্ক ঃ—

প্রত্যহ বল্লভ-ভট্ট আইসে প্রভু-স্থানে ।
'উদ্গ্রাহাদি' প্রায় করে আচার্য্যাদি-সনে ॥ ৯৬ ॥

অদ্বৈতাচার্য্যকর্ত্তৃক বল্লভের সমস্ত অভক্তিসিদ্ধান্ত খণ্ডন ঃ—

যেই কিছু করে ভট্ট 'সিদ্ধান্ত' স্থাপন ।
শুনিতেই আচার্য্য তাহা করেন খণ্ডন ॥ ৯৭ ॥

গৌরভক্তগণ-মধ্যে ভট্ট—যেন হংসমধ্যে বক ঃ—

আচার্য্যাদি-আগে ভট্ট যবে যবে যায় ।
রাজহংস-মধ্যে যেন রহে বকপ্রায় ॥ ৯৮ ॥

প্রকৃতিরূপী জীবের পক্ষে তন্নিত্যপতি কৃষ্ণের নামোচ্চারণাধিকারে বল্লভের আপত্তি-জ্ঞাপন ঃ—

একদিন ভট্ট পুছিল আচার্য্যেরে ।
"জীব-'প্রকৃতি' 'পতি' করি' মানয়ে কৃষ্ণেরে ॥ ৯৯ ॥
পতিব্রতা হঞা পতির নাম নাহি লয় ।
তোমরা কৃষ্ণনাম-লহ,—কোন্ ধর্ম্ম হয় ??" ১০০ ॥

মীমাংসার্থ অদ্বৈতাচার্য্যকর্ত্তৃক সাক্ষাৎ ধর্ম্মবিগ্রহ প্রভুকে প্রদর্শন ঃ—

আচার্য্য কহে,—"আগে তোমার 'ধর্ম্ম' মূর্ত্তিমান ।
ইঁহারে পুছহ, ইঁহ করিবেন প্রমাণ ॥" ১০১ ॥

বল্লভকে কৃপা ও নিত্যমঙ্গলপ্রদর্শনার্থই প্রভুর তীব্র কঠোর অথচ সত্য উত্তর-দান ; পতিরূপি-কৃষ্ণাদেশেই প্রকৃতিরূপি-জীবের সদা কৃষ্ণনামগ্রহণ-বিধি ঃ—

প্রভু কহেন,—"তুমি না জানহ ধর্ম্মাধর্ম্ম ।
স্বামি-আজ্ঞা পালে,—এই পতিব্রতা-ধর্ম্ম ॥ ১০২ ॥
পতির আজ্ঞা,—নিরন্তর তাঁর নাম লইতে ।
পতির আজ্ঞা পতিব্রতা না পারে লঙ্ঘিতে ॥ ১০৩ ॥

পতিরূপি-কৃষ্ণনামোচ্চারণ-ফলে কৃষ্ণপদে প্রেমোদয় ঃ—

অতএব নাম লয়, নামের 'ফল' পায় ।
নামের ফলে কৃষ্ণপদে 'প্রেম' উপজায় ॥" ১০৪ ॥

প্রতিষ্ঠা-ক্ষয়ে বল্লভ-ভট্ট অবাক ও চিন্তাকুল ঃ—

শুনিয়া বল্লভভট্ট হৈল নির্ব্বচন ।
ঘরে যাই' মনে দুঃখে করেন চিন্তন ॥ ১০৫ ॥

ভাবি জয়াশা-কল্পনায় প্রতিষ্ঠাশা-প্রিয় বল্লভের হর্ষ-স্বপ্ন ঃ—

'নিত্য আমার এই সভায় হয় কক্ষা-পাত ।
একদিন উপরে যদি হয় মোর বাত্ ॥ ১০৬ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৯৩। আভিজাত্যে—কৌলিন্য-হেতু অর্থাৎ পণ্ডিতকুলে বল্লভভট্টের সম্মান থাকায়।

৯৬। উদ্গ্রাহাদি—বিতর্কাদি।

অনুভাষ্য

৯১। শ্রীমহাপ্রভু বল্লভভট্টকে উপেক্ষা করিয়াছেন, আবার তাঁহার নিকট নামব্যাখ্যা-মূলক রচনাদি যদি শ্রবণ করি, তাহা হইলে তাঁহার মনে ক্লেশ হইবে ; এই দুইদিকের কোন্ দিক রক্ষা করিবেন, এই চিন্তা করিয়া পণ্ডিত গোস্বামী উভয়সঙ্কটে পড়িলেন।

৯২। পণ্ডিত-গোস্বামী প্রকাশ্যভাবে বল্লভের রচনা শ্রবণ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ না করিলেও বল্লভ তৎসহ প্রণয়সূত্র কল্পনা-পূর্ব্বক তাঁহার অনভিপ্রায়সত্ত্বেও তাঁহার নিকট পাঠ করিতে লাগিলেন।

অনুভাষ্য

৯৩। আভিজাত্যে—(১) লজ্জার খাতিরে, (২) নিতান্ত ভক্তিবিরোধি পাণ্ডিত্য না হওয়ায় ও (৩) সামাজিক-সম্মানের খাতিরে।

৯৪। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীমহাপ্রভুই সকলের অন্তরভাবসমূহের জ্ঞাতা ; গদাধর পণ্ডিতগোস্বামী কিরূপ অবস্থায় বল্লভের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতে বাধ্য হইয়াছেন, তাহা ভগবান্ গৌর-সুন্দরের অবিদিত নাই। তজ্জন্য মহাপ্রভুর বিরাগভাজন হইবার সম্বন্ধে তাঁহার কোন আশঙ্কা ছিল না, পরন্তু মহাপ্রভুর আশ্রিত বৈষ্ণব-গণের কেহ কেহ ভিতরের সকল কথা না বুঝিয়া পাছে 'বল্লভের সঙ্গকারী' বলিয়া পণ্ডিত-গোস্বামীর প্রতিকূল কোন অভিপ্রায় প্রকাশ করেন,—ইহাই আশঙ্কার বিষয়।

৯৬। উদ্গ্রাহাদিপ্রায়—আক্রমণের ন্যায় অর্থাৎ বিদ্যাবিচার-

তবে সুখ হয়, আর সব লজ্জা যায় ।
স্ব-বচন স্থাপিতে আমি কি করি উপায়??' ১০৭ ॥

একদিন সভায় সগণ প্রভুর সম্মুখে বল্লভের শ্রীধরস্বামি-নিন্দা ঃ—

আর দিন আসি' বসিলা প্রভুরে নমস্করি' ।
সভাতে কহেন কিছু মনে গর্ব্ব করি' ॥ ১০৮ ॥
"ভাগবতে স্বামীর ব্যাখ্যান করিয়াছি খণ্ডন ।
লইতে না পারি তাঁর ব্যাখ্যান-বচন ॥ ১০৯ ॥

শ্রীস্বামিপাদের পূর্ব্ব-পশ্চাদুক্তিতে সামঞ্জস্য বা সমন্বয়াভাব বর্ণনপূর্ব্বক পরীবাদ ঃ—

সেই ব্যাখ্যা করেন যাঁহা যেই পড়ে আনি' ।
একবাক্যতা নাহি, তাতে 'স্বামী' নাহি মানি ॥" ১১০ ॥

প্রভুকর্ত্তৃক 'ভক্ত্যেকরক্ষক' শ্রীধরস্বামিপাদের ভক্ত্যনুকূল ব্যাখ্যা সমর্থন ; শ্রীধরেরই চিৎসমন্বয়রূপ চিদেকবিষ্ণু-স্বামিত্ব, শ্রীধর-বিরোধীরই চিজ্জড়সমন্বয়-পোষণরূপ স্বৈরতা ঃ—

প্রভু হাসি' কহে,—"স্বামী না মানে যেই জন ।
বেশ্যার ভিতরে তারে করিয়ে গণন ॥" ১১১ ॥

প্রভুর বাক্যে সকলভক্তেরই আনন্দ ঃ—

এত কহি' মহাপ্রভু মৌন ধরিলা ।
শুনিয়া সবার মনে সন্তোষ হইলা ॥ ১১২ ॥

অবিদ্যা-নাশন ভুবনমঙ্গল পরমদয়ালু অবতারী অন্তর্যামী শ্রীগৌরসুন্দর ঃ—

জগতের হিত লাগি' গৌর-অবতার ।
অন্তরের অভিমান জানেন তাহার ॥ ১১৩ ॥

উপেক্ষাদ্বারাই অধোক্ষজপ্রভুকর্ত্তৃক অক্ষজজ্ঞানী অহঙ্কারী ভক্ত্যেক-রক্ষক-বিরোধীর অবিদ্যা-হরণরূপ কৃপা-বর্ণন ঃ—

নানা অবজ্ঞানে ভট্টে শোধেন ভগবান্ ।
কৃষ্ণ যৈছে খণ্ডিলেন ইন্দ্রের অভিমান ॥ ১১৪ ॥

অবিদ্যাগ্রস্ত অক্ষজজ্ঞানীর প্রেয়ঃকেই শ্রেয়োজ্ঞান এবং মনোধর্ম্ম-প্রতিকূল নিঃশ্রেয়স-কারণ ভগবৎকৃপাকে অমঙ্গল ও দুঃখ-জ্ঞান ঃ—

অজ্ঞ জীব নিজ-'হিতে' 'অহিত' করি' মানে ।
গর্ব্ব চূর্ণ হৈলে, পাছে উঘাড়ে নয়নে ॥ ১১৫ ॥

রাত্রিতে ভট্টের প্রভুর পূর্ব্ব কৃপা-ইতিহাস-স্মরণ ঃ—

ঘরে আসি' রাত্র্যে ভট্ট চিন্তিতে লাগিল ।
"পূর্ব্বে প্রয়াগে মোরে মহা-কৃপা কৈল ॥ ১১৬ ॥
স্বগণ-সহিতে মোর মানিলা নিমন্ত্রণ ।
এবে কেনে প্রভুর মোতে ফিরি' গেল মন?? ১১৭ ॥

সর্ব্বজীবের নিত্যকল্যাণ-সম্পাদনই ঈশ্বরস্বভাব ঃ—

'আমি জিতি',—এই গর্ব্ব-শূন্য হউক ইঁহার চিত্ত ।
ঈশ্বর-স্বভাব,—করেন সবাকার হিত ॥ ১১৮ ॥

উপেক্ষা ও অপমানাদি ইন্দ্রিয়াসুখকর অনুষ্ঠানদ্বারাই বৈষম্যদর্শনহীন অধোক্ষজকর্ত্তৃক তদ্বিমুখ অক্ষজ-জ্ঞানীর মদ-মাৎসর্য্য-হরণ ঃ—

আপনা জানাইতে আমি করি অভিমান ।
সে-গর্ব্ব খণ্ডাইতে মোর, করেন অপমান ॥ ১১৯ ॥

আপাত-দুঃখদ, পরিণামে শিবদ কর্ম্মবিপাককে ভগবৎ-প্রসাদ-জ্ঞানই বুদ্ধিমত্তা ঃ—

আমার 'হিত' করেন,—ইহো আমি মানি 'দুঃখ' ।
কৃষ্ণের উপরে যেন কৈল ইন্দ্র মূর্খ ॥" ১২০ ॥

পরদিন প্রাতে বল্লভের প্রভুপদে শরণগ্রহণ ঃ—

এত চিন্তি' প্রাতে আসি' প্রভুর চরণে ।
দৈন্য করি' স্তুতি করি' লইল শরণে ॥ ১২১ ॥

বল্লভের আর্ত্তি, দৈন্য ও অনুতাপোক্তি ঃ—

"আমি অজ্ঞ জীব,—অজ্ঞোচিত কর্ম্ম কৈলুঁ ।
তোমার আগে মূর্খ আমি পাণ্ডিত্য প্রকাশিলুঁ ॥ ১২২ ॥

ভক্ত্যেকরক্ষক-শ্রীস্বামি-বিরোধীর প্রতি অবজ্ঞা ও উপেক্ষা-দ্বারাই প্রভুর মহা-কৃপা প্রদর্শন ঃ—

তুমি—ঈশ্বর, নিজোচিত কৃপা কৈলা ।
অপমান করি' সর্ব্ব গর্ব্ব খণ্ডাইলা ॥ ১২৩ ॥

ইন্দ্রের মূর্খতার দৃষ্টান্ত ; আপাতদুঃখরূপী নিত্যমঙ্গল-কারণ ভগবৎপ্রসাদে তাহার অনিষ্ট-ভ্রম ঃ—

আমি—অজ্ঞ, 'হিত'-স্থানে মানি 'অপমানে' ।
ইন্দ্র যেন কৃষ্ণের নিন্দা করিল অজ্ঞানে ॥ ১২৪ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১০৬। কক্ষা-পাত—পরাজয়।

১১০। যেখানে যেরূপ কথা পড়ে, শ্রীধরস্বামী সেইরূপ মানিয়া ব্যাখ্যা করেন। অতএব সর্ব্বত্র তাঁহার একবাক্যতা (অথবা সামঞ্জস্য) থাকে না ; সুতরাং আমি শ্রীধরস্বামীকে মানি না।

অনুভাষ্য

সদৃশ তর্কনিবন্ধ-প্রদর্শন। আচার্য্যাদি—অদ্বৈতাচার্য্য বা আচার্য্য দামোদরস্বরূপ প্রভৃতির সহিত।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১১৫। উঘাড়ে নয়নে—চক্ষু খোলে (নেত্রোন্মীলন হয়)।

অনুভাষ্য

১০৬। কক্ষাপাত—কক্ষা (প্রতিযোগিতা) + পাত (নাশ), পরাজয় ; উপরে হয়—সকলের উক্তি খণ্ডন করিয়া সংস্থাপিত হয়।

১১৪। কৃষ্ণেতর ইন্দ্রপূজার পরিবর্ত্তে ব্রজে গিরিরাজ গোবর্দ্ধনপূজা প্রবর্ত্তিত করিয়া কৃষ্ণ গোবর্দ্ধন ধারণপূর্ব্বক প্রাকৃত

ভগবৎপ্রসাদাঞ্জনে অহঙ্কার-তমোহন্ধতা-নাশ ঃ—

তোমার কৃপা-অঞ্জনে গর্ব্ব-আন্ধ্য গেল।
তুমি এত কৃপা কৈলা,—এবে 'জ্ঞান' হৈল ॥ ১২৫ ॥

প্রভুচরণে বল্লভের শরণ-গ্রহণ ও ক্ষমা-ভিক্ষা ঃ—

অপরাধ কৈনু, ক্ষম, লইনু শরণ।
কৃপা করি' মোর মাথে ধরহ চরণ ॥" ১২৬ ॥

মানদ প্রভুকর্ত্তৃক স্তুতিদ্বারা ভট্টকে সান্ত্বনা ঃ—

প্রভু কহে,—"তুমি 'পণ্ডিত' 'মহাভাগবত'।
দুইগুণ যাঁহা, তাঁহা নাহি গর্ব্ব-পর্ব্বত ॥ ১২৭ ॥

বল্লভকে প্রভুর 'ভক্ত্যেকরক্ষক' সর্ব্বজগদ্গুরু শ্রীধরস্বামি-বিরোধ-হেতু ভর্ৎসনা ঃ—

শ্রীধরস্বামী নিন্দি' নিজ-টীকা কর!
শ্রীধরস্বামী নাহি মান',—এত 'গর্ব্ব' ধর!! ১২৮ ॥

প্রভুকর্ত্তৃক শ্রীধরের যথোচিত মর্য্যাদা-প্রচার ঃ—

শ্রীধরস্বামি-প্রসাদে 'ভাগবত' জানি।
জগদ্গুরু শ্রীধরস্বামী, 'গুরু' করি' মানি ॥ ১২৯ ॥

'ভক্ত্যেকরক্ষক' শ্রীধরের অতিক্রম-ফলে লোকগর্হিত ভাগবতার্থ-বিপর্য্যয় ঃ—

শ্রীধর-উপরে গর্ব্বে যে কিছু লিখিবে।
'অর্থব্যস্ত' লিখন সেই, লোকে না মানিবে ॥ ১৩০ ॥

চিদেকবিষ্ণু-স্বামী শ্রীধরের আনুগত্যে শুদ্ধাদ্বৈতপর অদ্বয়জ্ঞানানুকূল ভক্তিব্যাখ্যাই সর্ব্বমান্যা ঃ—

শ্রীধরের অনুগত যে করে লিখন।
সব লোক মান্য করি' করিবে গ্রহণ ॥ ১৩১ ॥

কৃষ্ণৈকতৎপর শ্রীধরের আনুগত্যেই ভাগবত-ব্যাখ্যা-কর্ত্তব্যতা ঃ—

শ্রীধরানুগত কর ভাগবত-ব্যাখ্যান।
অভিমান ছাড়ি' ভজ কৃষ্ণ ভগবান্ ॥ ১৩২ ॥

দশনামাপরাধ-বিহীন কৃষ্ণকীর্ত্তনফলে কৃষ্ণপদপ্রাপ্তি ঃ—

অপরাধ ছাড়ি' কর কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন।
অচিরাৎ পাবে তবে কৃষ্ণের চরণ ॥" ১৩৩ ॥

ভট্টকর্ত্তৃক প্রভুকে নিমন্ত্রণ ঃ—

ভট্ট কহে,—"যদি মোরে হইলা প্রসন্ন।
একদিন পুনঃ মোর মান' নিমন্ত্রণ ॥" ১৩৪ ॥

জীবের প্রতি ভুবনপাবন প্রভুর অহৈতুকী কৃপার নিদর্শন ঃ—

প্রভু অবতীর্ণ হৈলা জগৎ তারিতে।
মানিলেন নিমন্ত্রণ, তারে সুখ দিতে ॥ ১৩৫ ॥

অক্ষজজ্ঞানী অভিমানীকে দণ্ডপ্রদানদ্বারা উদ্ধার-সাধন ঃ—

জগতের 'হিত' হউক,—এই প্রভুর মন।
দণ্ড করি' করে তার হৃদয় শোধন ॥ ১৩৬ ॥

তদ্গৃহে সগণ প্রভুর ভিক্ষা-স্বীকার ঃ—

স্বগণ-সহিতে প্রভুর নিমন্ত্রণ কৈলা।
মহাপ্রভু তারে তবে প্রসন্ন হইলা ॥ ১৩৭ ॥

সত্যভামার অবতার জগদানন্দের বৃত্তান্ত-বর্ণন ; তাঁহার বাম্যস্বভাব ও শুদ্ধ গাঢ় গৌরপ্রেম ঃ—

জগদানন্দ-পণ্ডিতের শুদ্ধ গাঢ় ভাব।
সত্যভামা-প্রায় প্রেম 'বাম্য-স্বভাব' ॥ ১৩৮ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৩০। অর্থব্যস্ত—অর্থবিপরীত।

অনুভাষ্য

বিমূঢ়াত্মা কোপান্বিত ইন্দ্রের বর্ষণদ্বারা প্লাবিত গোকুলকে রক্ষা করিলেন ; তাহাতে ইন্দ্রের জড় অভিমান খণ্ডিত ও চূর্ণ হইল।

১২২। পাঠান্তরদ্বয়—"তোমার আগে আমি মূর্খ পাণ্ডিত্য প্রকাশিলুঁ" এবং "তোমার আগে মূর্খ হঞা পাণ্ডিত্য প্রকাশিলুঁ।" মূর্খ-পাণ্ডিত্য—বোকা-সেয়ানামি।

অনুভাষ্য

১৩৮। বৃহদ্ভাগবতামৃতে পূঃ খঃ ৭ম অঃ ৮৩ শ্লোকে, শ্রীসনাতন প্রভু,—"অতোহন্যাভিশ্চ দেবীভিরেতদেবানুমোদিতম্। সাত্রাজিতী পরং মানগেহং তদসহাবিশৎ।। শ্রীমদ্গোপীজন-প্রাণনাথঃ সক্রোধমাদিশৎ। সা সমানীয়তামত্র মূর্খরাজসুতা দ্রুতম্।। স্তম্ভেহন্তর্দ্ধাপ্য দেহং স্বং স্থিতা লজ্জাভয়ান্বিতা। অরে সাত্রাজিতি ক্ষীণচিত্তে মানো যথা ত্বয়া।। অবরে কিং না জানাসি মাং তদিচ্ছানুসারিণম্। তাসামভাবে পূর্ব্বং মে বসতো মথুরা-পুরে। বিবাহকরণে কাচিদিচ্ছাপ্যাসীন্ন মানিনি।।"*

** (গোপীগণের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের প্রেমাধিক্য যুক্তিযুক্তই,—এইরূপ) শ্রীরুক্মিণীদেবীর বাক্যে অপর মহিষীগণ অনুমোদন করিলে অনন্তর সত্রাজিত-কন্যা শ্রীসত্যভামাদেবী উহা সহ্য করিতে না পারিয়া মান-গৃহে প্রবেশ করিলেন। (ইহা শ্রবণ করিয়া) শ্রীগোপীজন-প্রাণনাথ সক্রোধে আদেশ করিলেন,—'মহামূঢ় সত্রাজিত-রাজার কন্যাকে এইস্থানে সত্বর আনয়ন কর।' ইহাতে সত্যভামা লজ্জিতা ও ভীতা হইয়া স্তম্ভের অন্তরালে আত্মগোপন করিয়া রহিলেন। (শ্রীকৃষ্ণ তদুদ্দেশ্যে বলিলেন,—) 'অরে সত্যজিত-তনয়ে! সঙ্কীর্ণচিত্তে! তুমি মান করিয়াছ, কিন্তু তুমি কি জান না যে, আমি ব্রজবাসিগণের ইচ্ছানুবর্ত্তী। অয়ি মানিনি! পূর্ব্বে মথুরাপুরে অবস্থানকালে গোপীগণের সহিত বিচ্ছেদ হইলেও আমার কিন্তু বিবাহ করিবার ইচ্ছা ছিল না।*

জগদানন্দের প্রভুসহ প্রণয়-কলহ ঃ—

বার বার প্রণয়-কলহ করে প্রভু-সনে।
অন্যোহন্যে খট্‌মটি চলে দুইজনে ॥ ১৩৯ ॥

রুক্মিণীর অবতার গদাধরের দক্ষিণ-স্বভাব ও শুদ্ধ গাঢ় গৌরপ্রেম ঃ—

গদাধর-পণ্ডিতের শুদ্ধ গাঢ় ভাব।
রুক্মিণী-দেবীর যৈছে 'দক্ষিণ-স্বভাব' ॥ ১৪০ ॥

প্রভুর প্রতি গদাধরের স্বাভাবিক ঐশ্বর্য্যভাবমিশ্র প্রেমস্নিগ্ধ নম্রতাবশতঃ ক্রোধাভাব ঃ—

তাঁর প্রণয়-রোষ দেখিতে প্রভুর ইচ্ছা হয়।
ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানে তাঁর রোষ নাহি উপজয় ॥ ১৪১ ॥

বল্লভপ্রতি প্রীত্যুপলক্ষ্যে বাহ্যে কৃত্রিম ক্রোধ দেখাইয়া গদাধরের প্রেম পরীক্ষা ; গদাধরের ভীতি ঃ—

এই লক্ষ্য পাঞা প্রভু কৈলা রোষাভাস।
শুনি' পণ্ডিতের চিত্তে উপজিল ত্রাস ॥ ১৪২ ॥

দ্বাপরযুগে কৃষ্ণ ও রুক্মিণীর দৃষ্টান্ত ঃ—

পূর্ব্বে যেন কৃষ্ণ যদি উপহাস কৈল।
শুনি' রুক্মিণীর মনে ত্রাস উপজিল ॥ ১৪৩ ॥

বল্লভভট্টের পূর্ব্বে বাৎসল্য-রসে ভজন ঃ—

বল্লভভট্টের হয় বাৎসল্য-উপাসন।
বালগোপাল-মন্ত্রে তেঁহো করেন সেবন ॥ ১৪৪ ॥

গদাধরের সঙ্গ-ফলে মধুর-রসে ভজন-প্রবৃত্তি ঃ—

পণ্ডিতের সনে তার মন ফিরি' গেল।
কিশোরগোপাল-উপাসনায় মন দিল ॥ ১৪৫ ॥

গদাধরের নিকট মন্ত্রলাভেচ্ছা, গদাধরের অস্বীকার ঃ—

পণ্ডিতের ঠাঞি চাহে মন্ত্রাদি শিখিতে।
পণ্ডিত কহে,—"এই কর্ম্ম নহে আমা হৈতে ॥ ১৪৬ ॥

গৌরাঙ্গৈকগতি গদাধরের গৌর-বশ্যতা ঃ—

আমি—পরতন্ত্র, আমার প্রভু—গৌরচন্দ্র।
তাঁর আজ্ঞা বিনা আমি না হই 'স্বতন্ত্র' ॥ ১৪৭ ॥

অনুভাষ্য

১৪০-১৪১। বৃহদ্ভাগবতামৃতে পূঃ খঃ ৭ম অঃ ১১৭ শ্লোকে শ্রীসনাতনপ্রভু—'সর্ব্বা মহিষ্যঃ সহ সত্যভাময়া ভৈষ্ম্যাদয়ো দ্রাগভিসৃত্য মূর্দ্ধভিঃ। পাদৌ গৃহীত্বা রুদিতার্দ্রকাকুভিঃ সংস্তুত্য ভর্ত্তারমশীশমচ্ছনৈঃ।।"* দ্বারকায় একদা শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরুক্মিণীকে শ্লেষপূর্ব্বক অপর গুণবান্ পত্যন্তর-গ্রহণের উপদেশ দিলে রুক্মিণী ভীতা হইয়া দক্ষিণ-স্বভাববশতঃ পদতলে পতিতা হইয়াছিলেন। গৌরলীলায় জগদানন্দ পণ্ডিতগোস্বামী—বাম্যস্বভাব প্রণয়-কলহশীল সত্যভামার ভাববিশিষ্ট এবং গদাধর পণ্ডিতগোস্বামী —দক্ষিণা-স্বভাব রুক্মিণীর ন্যায় প্রণয়-কলহের পরিবর্ত্তে আশঙ্কিত হইয়া প্রভুর সর্ব্বদা অনুবর্ত্তী।

১৪৬। মন্ত্রাদি শিখিতে—দীক্ষা গ্রহণ করিতে।

অমৃতাণুকণা—১৪০। এইস্থলে শ্রীল গদাধর পণ্ডিতের শুদ্ধ গাঢ় ভাবকে শ্রীরুক্মিণীদেবীর 'দক্ষিণ'-স্বভাবের সহিত তুলনা করা হইয়াছে দেখিয়া তাঁহাকে কৃষ্ণলীলায় রুক্মিণীস্বরূপা বলিয়া ভাবিতে হইবে না, যেহেতু শ্রীগৌরগণোদ্দেশ-দীপিকায় (১৪৭) তাঁহার সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে,—"শ্রীরাধাপ্রেমরূপা যা পুরা বৃন্দাবনেশ্বরী। সা শ্রীগদাধরো গৌরবল্লভঃ পণ্ডিতাখ্যকঃ।।" অর্থাৎ পূর্ব্বে যিনি সাক্ষাৎ প্রেমরূপা বৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীমতী রাধা, তিনিই অধুনা শ্রীগৌরপ্রিয় গদাধর পণ্ডিত-নামে খ্যাত। সুতরাং শ্রীগদাধর পণ্ডিত—সর্ব্বভাবের আকরস্বরূপা শ্রীমতী রাধাঠাকুরাণী। তজ্জন্য তাঁহার মধ্যে শ্রীরুক্মিণীদেবীর 'দক্ষিণ-স্বভাব'ও অনুস্যূত আছে। গৌরলীলায় শ্রীগদাধর কদাপি তাঁহার স্বস্বরূপগত 'বাম্যভাব' প্রকাশ করেন না। কারণ, শ্রীরাধার বাম্যভাবের বিষয় একমাত্র ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ, অন্য কেহ নহেন—"গোপেন্দ্রসুত বিনা তেঁহো না স্পর্শে অন্যজন।" (মধ্য ৮।২৮৬)। সেক্ষেত্রে সেই কৃষ্ণ স্বয়ংই যখন নিজ বিষয়ভাব-ত্যক্ত হইয়া শ্রীরাধা-ভাবই অবলম্বন করিয়াছেন, তখন আর গদাধররূপী শ্রীরাধার বাম্যভাবের বিষয় থাকিল না। দ্বিতীয়তঃ স্বয়ং শ্রীরাধাই শ্রীকৃষ্ণকে নিজ রাধাভাব-আস্বাদন করাইতে গৌরলীলায় গদাধররূপে নিত্যসঙ্গী, যেহেতু "শক্তি-শক্তিমতোরভেদঃ।" সেক্ষেত্রে তিনি তাঁহার নিজ বাম্য-স্বভাব প্রকট করিলে, শ্রীগৌরের ছন্নাবতারত্ব না থাকিয়া ব্রজেন্দ্রনন্দন-স্বরূপ প্রকাশিত হইয়া পড়িবে এবং সেহেতু তাঁহার রাধাভাব-আস্বাদনও অসম্ভব হইয়া পড়িবে। তৃতীয়তঃ শ্রীগদাধর মহাপ্রভুকে 'গৌরনাগর'-রূপে স্থাপন করিবার কোনরূপ প্রয়াস করেন নাই। চতুর্থতঃ শ্রীগদাধর শ্রীরাধাভাব-সুবলিততনু শ্রীগৌরচন্দ্রের সর্ব্বদা বশ্যতা-ভাব প্রদর্শনদ্বারা শ্রীরাধাদাস্যুচিত-স্বভাবই প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

শ্রীজগদানন্দ প্রভু সত্যভামার ন্যায় 'বাম্য-স্বভাব'বিশিষ্ট হইয়া মহাপ্রভুর সেবার উদ্দেশ্যেই তাঁহার সহিত প্রণয়কলহে আবদ্ধ থাকিতেন। এইস্থলে শ্রীজগদানন্দের 'বাম্যস্বভাব'-হেতু তাঁহাকে শ্রীগদাধরাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধারণা করিবার কারণ নাই। বরং বলা যায়, মহাপ্রভুর সন্ন্যাসাশ্রমোচিত কৃচ্ছ্রসাধন দেখিয়া শ্রীগদাধরই তাহার সত্যভামারূপ-অবতার শ্রীজগদানন্দদ্বারা প্রণয়কলহ-মাধ্যমে মহাপ্রভুকে অতিকৃচ্ছ্রসাধন হইতে বিরত রাখিতেন।

** শ্রীসত্যভামার সহিত ভীষ্মক-দুহিতা রুক্মিণী প্রভৃতি সকল মহিষী শীঘ্র সম্মুখে গমন করিয়া ভর্ত্তা (রোষাবিষ্ট) শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণযুগল মস্তকে ধারণপূর্ব্বক রোদনসহকারে বিনয়বচনে স্তুতি করত তাঁহাকে ধীরে ধীরে শান্ত করিলেন।*

বল্লভকে মন্ত্রদানের বিরুদ্ধে যুক্তি-প্রদর্শন ঃ—

তুমি যে আমার ঠাঞি কর আগমন ।
তাহাতেই প্রভু মোরে দেন ওলাহন ॥" ১৪৮ ॥

বল্লভের প্রভুকৃপা-লাভ ঃ—

এইমত ভট্টের কথেক দিন গেল ।
শেষে যদি প্রভু তারে সুপ্রসন্ন হৈল ॥ ১৪৯ ॥

ভিক্ষা-দিবসে প্রভুর কৃত্রিম-ক্রোধে সন্ত্রস্ত গদাধরকে প্রভুর স্নেহ-প্রেমভরে আহ্বান ঃ—

নিমন্ত্রণের দিনে পণ্ডিতে বোলাইলা ।
স্বরূপ, জগদানন্দ, গোবিন্দে পাঠাইলা ॥ ১৫০ ॥

পণ্ডিতকে স্বরূপের সান্ত্বনা-দান ও সর্ব্ববৃত্তান্ত-জ্ঞাপন ঃ

পথে পণ্ডিতেরে স্বরূপ কহেন বচন ।
"পরীক্ষিতে প্রভু তোমারে কৈলা উপেক্ষণ ॥ ১৫১ ॥

স্বরূপকর্ত্তৃক গদাধরকে প্রতিবাদকরণার্থ উত্তেজনা-চেষ্টাদ্বারা পরীক্ষা ঃ—

তুমি কেনে আসি' তাঁরে না দিলা ওলাহন ?
ভীতপ্রায় হঞা কেনে করিলা সহন ??" ১৫২ ॥

প্রভু-প্রেমস্নিগ্ধ পণ্ডিতের ঐশ্বর্য্যজ্ঞানময়ী বশ্যতা ঃ—

পণ্ডিত কহেন,—"প্রভু সর্ব্বজ্ঞ-শিরোমণি ।
তাঁর সনে 'হঠ' করি,—ভাল নাহি মানি ॥ ১৫৩ ॥

পণ্ডিতের তৎপ্রিয়তম প্রভুর সর্ব্ববিধ স্নেহাত্যাচার-সহনে স্বাভাবিকী প্রবৃত্তি ঃ—

যেই কহে, সেই সহি নিজ-শিরে ধরি' ।
আপনে করিবেন কৃপা গুণ-দোষ বিচারি' ॥" ১৫৪ ॥

পণ্ডিতের প্রভুসমীপে আগমন ও ক্রন্দন ঃ—

এত বলি' পণ্ডিত প্রভুর স্থানে আইলা ।
রোদন করিয়া প্রভুর চরণে পড়িলা ॥ ১৫৫ ॥

পণ্ডিতের প্রেমবশ প্রভুর স্নেহ-প্রেমভরে গদাধরকে আলিঙ্গন ও আশ্বাসন ঃ—

ঈষৎ হাসিয়া প্রভু কৈলা আলিঙ্গন ।
সবারে শুনাঞা কহেন মধুর বচন ॥ ১৫৬ ॥

স্বয়ং প্রভুকর্ত্তৃক গদাধরের অতুল স্নিগ্ধ সুদৃঢ় গৌরপ্রেম-বর্ণন ঃ—

"আমি চালাইলুঁ তোমা, তুমি না চলিলা ।
ক্রোধে কিছু না কহিলা, সকল সহিলা ॥ ১৫৭ ॥
আমার ভঙ্গীতে তোমার মন না চলিলা ।
সুদৃঢ় সরলভাবে আমারে কিনিলা ॥" ১৫৮ ॥

প্রভুর "গদাধর-প্রাণনাথ"-নাম ঃ—

পণ্ডিতের ভাব-মুদ্রা কহন না যায় ।
'গদাধর-প্রাণনাথ' নাম হৈল যায় ॥ ১৫৯ ॥

ভক্তগণের নিত্য 'গদাই-গৌরাঙ্গ' নাম-গান ঃ—

পণ্ডিতে প্রভুর প্রসাদ কহন না যায় ।
'গদাই-গৌরাঙ্গ' বলি' যাঁরে লোকে গায় ॥ ১৬০ ॥

অচিন্ত্য-চৈতন্যলীলাসিন্ধুর প্রতি-তরঙ্গে বহু উদ্দেশ্য-সম্পাদন ঃ—

চৈতন্যপ্রভুর লীলা কে বুঝিতে পারে ?
একলীলায় বহে গঙ্গার শত শত ধারে ॥ ১৬১ ॥

প্রভুকর্ত্তৃক—(১) পণ্ডিতের গৌরপ্রেম প্রচার, (২) বল্লভের গর্ব্বনাশ ও উদ্ধার, (৩) অক্ষজজ্ঞানী জীবকে বাহিরে উপেক্ষাই তৎপ্রতি অধোক্ষজ-কৃপা এবং (৪) তাদৃশ দুঃখ-দণ্ডকে ভগবদনুকম্পা-জ্ঞানেই জীবের নিত্যমঙ্গল ও বুদ্ধিমত্তা-প্রচার ঃ—

পণ্ডিতের সৌজন্য, ব্রহ্মণ্যতা-গুণ ।
দৃঢ় প্রেমমুদ্রা লোকে করিলা ক্ষেপণ ॥ ১৬২ ॥
অভিমান-পঙ্ক ধুঞা ভট্টেরে শোধিলা ।
সেইদ্বারা আর সব লোকে শিখাইলা ॥ ১৬৩ ॥

বাহ্যদ্রষ্টা বহিরর্থমানীরই অধঃপতন ঃ—

অন্তরে 'অনুগ্রহ', বাহ্যে 'উপেক্ষার প্রায়' ।
বাহ্যার্থ যেই লয়, সেই নাশ যায় ॥ ১৬৪ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৪৮। ওলাহন—বাক্যদণ্ড।

১৬২। লোকে করিলা ক্ষেপণ—সকলের নিকট প্রভু বিস্তার করিলেন।

ইতি অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্যে সপ্তম পরিচ্ছেদ।

অনুভাষ্য

১৫৭। চালাইলুঁ—সরোষ ব্যবহার প্রদর্শন করিলাম।

১৬৪। বল্লভভট্টের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হইয়া পরমদয়ালু পতিত-পাবন প্রভু তাঁহাকে বাহ্যে উপেক্ষা করিয়া তাঁহার পণ্ডিত-বৈষ্ণবা-ভিমান শোধন করেন ; গদাধর-পণ্ডিত বল্লভকে সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ না করায়, কয়েক দিবসের জন্য গদাধরকেও উপেক্ষা প্রদর্শন করেন ; বাস্তবিক মহাপ্রভু কোনদিনই তদীয় স্বরূপ-শক্তি-বিগ্রহ শ্রীল গদাধরের প্রতি অপ্রসন্ন-চিত্ত হন নাই, হইতে পারেন না। যিনি এই লীলার নিগূঢ়-ভাব বুঝিতে অক্ষম হইবেন, তিনি বাহিরের কথা লইয়া ব্যস্ত থাকায়, প্রকৃত অর্থ না বুঝিয়া শ্রীগদাধরের শ্রীচরণে শ্রদ্ধাহীন হইয়া নিরয়গামী হইবেন, সন্দেহ নাই।

ইতি অনুভাষ্যে সপ্তম পরিচ্ছেদ।

চৈতন্যে অচলা ভক্তিই চৈতন্যলীলা-তত্ত্ব-জ্ঞানের কারণ ঃ—

নিগূঢ় চৈতন্যলীলা বুঝিতে কা'র শক্তি?
সেই বুঝে, গৌরচন্দ্রে যাঁর দৃঢ় ভক্তি ॥ ১৬৫ ॥

গদাধরকর্ত্তৃক সগণ প্রভুকে ভিক্ষা-দান ঃ—

দিনান্তরে পণ্ডিত কৈল প্রভুর নিমন্ত্রণ।
প্রভু তাঁহা ভিক্ষা কৈল লঞা ভক্তগণ ॥ ১৬৬ ॥

তথায় গদাধরের নিকট মধুররসে বল্লভের কিশোর-গোপালমন্ত্রে দীক্ষা-লাভ ঃ—

তাঁহাই বল্লভ-ভট্ট প্রভুর আজ্ঞা লৈল।
পণ্ডিত-ঠাঞি পূর্ব্ব-প্রার্থিত সব সিদ্ধি হৈল ॥ ১৬৭ ॥

গদাধর-বল্লভ-মিলনে গৌরপ্রীতিলাভ ঃ—

এই ত' কহিলুঁ বল্লভ-ভট্টের মিলন।
যাহার শ্রবণে পায় গৌরপ্রেমধন ॥ ১৬৮ ॥

শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১৬৯ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে বল্লভভট্টমিলনং নাম সপ্তমঃ পরিচ্ছেদঃ।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

কথাসার—এই পরিচ্ছেদে রামচন্দ্রপুরীর ইতিহাস বর্ণিত হইয়াছে। তিনি মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য হইয়াও শুষ্কজ্ঞানীদিগের সম্প্রদায়সঙ্গে দূষিত সিদ্ধান্ত লইয়া অধর্ম্মের উপদেশ করিয়াছিলেন। তাহাতে পুরী-গোসাঞি তাঁহাকে 'অপরাধী' বলিয়া বর্জ্জন করেন ; সেই অবধি পরনিন্দা, পরদোষানুসন্ধান, শুষ্কজ্ঞানোপদেশ, —এইসকল কার্য্য করিয়া তিনি বৈষ্ণবদিগের দ্বারা উপেক্ষিত হন। অতঃপর মহাপ্রভুর ভোজনাদিতেও নিন্দা করায় মহাপ্রভু তাঁহাকে গুরুসম্বন্ধ-বুদ্ধিতে কিছু না বলিয়া মৌনভাবে কেবলমাত্র (স্বীয় আহার্য্য) প্রসাদান্ন সঙ্কোচ করিয়াছিলেন। রামচন্দ্রপুরী পুরুষোত্তম ত্যাগ করিলে প্রভু সেই সঙ্কোচ দূর করিলেন। (অঃ প্রঃ ভাঃ)

রামচন্দ্রপুরীভয়ে ভিক্ষান্ন-সঙ্কোচকারী প্রভুকে বন্দনা ঃ—

তং বন্দে কৃষ্ণচৈতন্যং রামচন্দ্রপুরীভয়াৎ।
লৌকিকাহারতঃ স্বং যো ভিক্ষান্নং সমকোচয়ৎ ॥ ১ ॥
জয় জয় শ্রীচৈতন্য করুণাসিন্ধু-অবতার।
ব্রহ্মা-শিবাদিক ভজে চরণ যাঁহার ॥ ২ ॥
জয় জয় শ্রীবাসাদি যত ভক্তগণ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু—যাঁর প্রাণধন ॥ ৩ ॥

নীলাচলে ভক্তগণসহ গৌরের লীলা ঃ—

এইমত গৌরচন্দ্র নিজভক্ত-সঙ্গে।
নীলাচলে ক্রীড়া করে কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গে ॥ ৪ ॥

রামচন্দ্রপুরীর আগমন ঃ—

হেনকালে রামচন্দ্রপুরী-গোসাঞি আইলা।
পরমানন্দ-পুরীরে আর প্রভুরে মিলিলা ॥ ৫ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১। যিনি রামচন্দ্রপুরীর ভয়ে প্রাত্যহিক লৌকিক আহার ও স্বীয় ভিক্ষান্ন স্বল্প করিয়াছিলেন, সেই কৃষ্ণচৈতন্যকে আমি বন্দনা করি।

৫। রামচন্দ্রপুরী—শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য বলিয়া ইঁহাকে মহাপ্রভু এবং পরমানন্দপুরী সম্মান করিয়াছিলেন।

অনুভাষ্য

১। যঃ (কৃষ্ণচৈতন্যদেবঃ) রামচন্দ্রপুরীভয়াৎ (রামচন্দ্রপুরীত্যাখ্য-হরিগুরুবৈষ্ণবনিন্দকবাক্যজন্যলৌকিকাশঙ্কাপ্রদর্শনাৎ) লৌকিকাহারতঃ (লোকদর্শন-পরিমিত-ভোজ্যান্নাৎ) স্বং (নিজং) ভিক্ষান্নং (ভোজনপরিমাণং যুক্তাহার্য্যম্ অপি) সমকোচয়ৎ (খর্ব্বীচকার) তং কৃষ্ণচৈতন্যম্ [অহং] বন্দে।

৩। এইস্থানে পাঠান্তরে,—"জয় জয় অবধূতচন্দ্র নিত্যানন্দ। জগৎ বাধিল যেঁহো দিয়া প্রেম ফাঁদ।। জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত ঈশ্বর-অবতার। কৃষ্ণ অবতারি' কৈলা জগৎ নিস্তার।।"

অমৃতাণুকণা—৫। শ্রীগৌরগণোদ্দেশ-দীপিকায় শ্রীরামচন্দ্রপুরী-সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে,—"বিভীষণো যঃ প্রাগাসীদ্রামচন্দ্রপুরী স্মৃতঃ। জটিলা রাধিকা-শ্বশ্রূঃ কার্য্যতোঽবিশদেব তম্। অতো মহাপ্রভুর্ভিক্ষাসঙ্কোচাদি ততোঽকরোৎ।।" যিনি পূর্ব্বে বিভীষণ ছিলেন, তিনি গৌরলীলায় রামচন্দ্রপুরী-নামে খ্যাত। শ্রীরাধার শ্বশ্রূমাতা 'জটিলা' কার্য্যবশতঃ তাহাতে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তজ্জন্যই মহাপ্রভু তাঁহার ভয়ে ভিক্ষাসঙ্কোচাদি করিতেন।